চুয়াডাঙ্গায় বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালিত

“স্বপ্নের ডানায় ভর করি, শিশুশ্রমের শৃঙ্খল ছিঁড়ি; এগিয়ে চলি দীপ্ত পায়ে, আশার আগুন বুকে জ্বালি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, কুষ্টিয়ার আয়োজনে এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় দিবসটি উদযাপন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালি শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মিজানুর রহমান। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, “আজকের শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আমরা যদি তাদের রক্ষা করতে না পারি, তবে দেশকেও রক্ষা করা সম্ভব হবে না। শিশুশ্রম প্রতিরোধে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশুশ্রম একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে সরকারসহ বিভিন্ন এনজিও ও সংগঠন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভিভাবকদের হতে হবে আরও সচেতন, পাশাপাশি সমাজের বিত্তবান শ্রেণীকেও শিশুদের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং শিশুশ্রম রোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।”

চুয়াডাঙ্গায় অস্ত্রসহ ছাত্রদল নেতাকে আটক করেছে সেনাবাহিনী

চুয়াডাঙ্গায় একটি আগ্নেয়াস্ত্রের অংশবিশেষ ও ১৮টি দেশীয় অস্ত্রসহ ছাত্রদল নেতা নাজমুল আরেফিন কিরণ (৩৪) কে আটক করেছে সেনাবাহিনী।

বৃহস্পতিবার (১৯ জুন) ভোরে অভিযান চালিয়ে পৌর এলাকার গুলশানপাড়ার বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক নাজমুল আরেফিন কিরণ শহরের গুলশানপাড়ার মৃত জিন্নাত আলীর ছেলে। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

চুয়াডাঙ্গা সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ভোরে নাজমুল আরেফিন কিরণের গুলশানপাড়ার বাড়িতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে তার বাড়ির বিভিন্ন স্থান থেকে একটি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলের অংশবিশেষ, ১৮টি দেশীয় অস্ত্র যার মধ্যে রয়েছে ৩টি চাপাতি, ৬টি বড় ছুরি, ৩টি রামদা, ৬টি তরবারি, এছাড়াও একটি ল্যাপটপ ও একটি মোবাইলফোন উদ্ধার করা হয়।

তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোমিন মালিতা বলেন, “জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আরেফিন কিরণকে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে আটক করা হয়েছে বলে শুনেছি।”

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালেদুর রহমান জানান, সেনাবাহিনী আটক নাজমুল আরেফিনকে সদর থানায় হস্তান্তর করেছে। এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

ভারতে পালানোর সময় চেকপোস্টে যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় রাজশাহীর তানোর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৭ জুন) বেলা ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে তিনি পাসপোর্ট নিয়ে ইমিগ্রেশনে উপস্থিত হলে সফটওয়্যারে তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকার তথ্য পাওয়া যায়।

গ্রেফতার জুবায়ের ইসলাম (৫৮) রাজশাহীর তানোর উপজেলা সাদিপুরের মৃত আবু বাক্কারের ছেলে।

দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশের টু-আইসি তারেক মাহমুদ জানান, চেকপোস্টে গমনেচ্ছু যাত্রীদের নিয়মিত তথ্য যাচাইয়ের সময় জুবায়ের ইসলামের বিরুদ্ধে রাজশাহীর তানোর থানায় দুটি নিয়মিত মামলার তথ্য ধরা পড়ে। পরে তাকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের সেপ্টেম্বরে তানোর থানায় দায়ের হওয়া মামলাগুলোতে জুবায়ের ইসলামের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ, হামলা, বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার, চাঁদাবাজি, ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। মামলা দুটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আজ সোমবার সকাল দশটার সময় জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত বক্তারা বিষদ ভাবে আলোচনা করেন আদালত সহায়তা,

সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ, মানব পাচার প্রতিরোধ, চোরাচালান নিরোধ সমন্বয়, সড়ক দুর্ঘটনা হতাহতদের নির্ভুল ও সমন্বিত পরিসংখ্যান প্রণয়ন, জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি, চোরাচালান নিরোধ, অনিস্পন্ন চোরাচালান মামলাসমূহ সম্পর্কে মনিটরিং সেলের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম-সেবা, চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডাক্তার হাদী, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(শিক্ষা আইসিটি) নয়ন কুমার রাজবংশী, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক আসলাম হোসেন সহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং মিডিয়া ব্যক্তিবর্গ।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী পালন

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের আয়োজনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে। সোমবার সকাল দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের আয়োজনে এই জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়।

রবীন্দ্র-নজরুলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবিতার দুই ধ্রুবতারা রবীন্দ্র-নজরুলের কাব্যদর্শনের উপর শীর্ষক সেমিনার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরুষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ড.মুন্সি আবু সাইফ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ। এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলাদেশের জাতীয় ও

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রত্যেকটা বাঙালি এবং মানুষের হৃদয়ে আছেন। তারা তাদের কাজের মাধ্যমে কবিতা মাধ্যমে উপন্যাস মাধ্যমে ছোটগল্প এবং সংগীতের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে বসে আছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন তারা অমর হয়ে থাকবেন প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে। তাদের রচিত প্রত্যেকটা কবিতার মধ্যে জীবনকে উপলব্ধি করা যায়। শিক্ষা সাহিত্য এবং রসে ভরা তাদের রচিত কবিতা উপন্যাস ছোটগল্প এবং সংগীত।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ ফারজানা কেতকী, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক সফিকুল ইসলাম। প্রবন্ধিক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক আজিম হোসেন। অনুষ্ঠানে আলোচনা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মাহমুদুল হাসান।

সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে রবীন্দ্র-নজরুলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিজয় অর্জনকারীদের হাতে পুরুষ্কার তুলে দেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ ও অনান্য অতিথিবৃন্দ। পুরুষ্কার বিতরণী শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. মুন্সি আবু সাইফ উপস্থিত সকলের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

দামুড়হুদায় স্কুল শিক্ষিকাকে অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন

দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা, দুই সন্তানের জননী, পরকীয়ার জেরে ভাসুরের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় একজন শিক্ষিকার এমন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে এলাকাবাসীর উদ্যোগে স্কুলের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ নিয়ে ইউএনও, উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং দামুড়হুদা মডেল

থানার বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

রোববার সকাল ১০টার দিকে কোষাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে মানববন্ধন শেষে বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটা গ্রামের মৃত শুকুর আলীর ছেলে জালালের সঙ্গে দীর্ঘ ২৩ বছর আগে চুয়াডাঙ্গা ঈদগা পাড়ার রবিউলের মেয়ে সানজিদা খাতুন পলির বিয়ে হয়। ২০০৫ সালে জালালের পিতা শুকুর আলী ছেলে ও পুত্রবধূর সুখের কথা চিন্তা করে কোষাঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ বিঘা জমি দান করেন। এই জমির বদৌলতে বউমা সানজিদা খাতুন পলির চাকরি হয়।

দীর্ঘ আট বছর ওই স্কুলের কোনো শিক্ষকের বেতন হতো না। পরে ২০১৩ সালে কোষাঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিভাবে নিবন্ধিত হওয়ার পর থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন চালু হয়। এরপর থেকে প্রতিমাসে বেতন তুলে সংসার ভালোভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিলেন দম্পতি। তাঁদের ঘরে জন্ম নেয় দুটি ছেলে সন্তান বড় ছেলে নবম শ্রেণির ছাত্র এবং ছোট ছেলে প্রথম শ্রেণির ছাত্র।

তাদের রেখে ২০২৪ সালের শুরু থেকে সানজিদা খাতুন পলি, জুরানপুর গ্রামের আত্তাব মল্লিকের ছেলে, তিন সন্তানের জনক হাসিবুরের সঙ্গে মোবাইল ফোনে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। গত ২১/০২/২৫ তারিখে সানজিদা খাতুন পলি স্বাক্ষরিত তালাকনামা গোপন রেখে জালালের সঙ্গে সংসার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পরে ০২/০৫/২৫ তারিখে তিনি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যান হাসিবুরের সঙ্গে।

এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে স্কুলের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেন। এলাকাবাসী ও বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের দাবি তাঁকে চাকরি থেকে অপসারণ করতে হবে। কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা যেন এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত না হন, সে বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ চান তারা।

এ বিষয়ে জালাল উদ্দিন বলেন, “আমার বাবার নিজের জমি দিয়ে আমার স্ত্রীকে চাকরি দিয়েছিলাম। আর সে এখন আমার ঘর থেকে টাকা ও আমার মায়ের গয়না নিয়ে অন্য পুরুষের হাত ধরে পালিয়েছে। এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই।”

কোষাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা সানজিদা

খাতুন পলির মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, “এই ধরনের ঘটনা শোনার পর স্কুলে আসতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে। এলাকার মানুষ নানা ধরনের কথা বলছে। স্কুলের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ হয়েছে। এর সুষ্ঠু বিচার হওয়া প্রয়োজন। আমি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।”

উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু হাসান বলেন, “বর্তমানে আমাদের স্কুল ছুটিতে রয়েছে। এই অবস্থায় কে কোথায় যাচ্ছে, তা আমাদের জানা নেই। তবে ঘটনা শুনেছি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথি মিত্র বলেন, “ঘটনাটি সম্পর্কে আমি অবগত আছি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

চুয়াডাঙ্গায় মোটরসাইকেল কিনে না দেওয়ায় কলেজ ছাত্রের আত্মহত্যা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার জালশুকা গ্রামে মোটরসাইকেল কিনে না দেওয়ায় বাবা-মায়ের উপর অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়ে সাফিদ আহমেদ সাম্য (১৮) নামের এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রের আত্মহত্যা করেছে।

রবিবার ভোরে নিজ শয়নকক্ষের মধ্যে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেন তিনি।

সাফিদ আহমেদ সাম্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের জালশুকা গ্রামের স্কুলপাড়ার পল্লি চিকিৎসক ও এনজিও কর্মী আব্দুল মান্নানের বড় ছেলে। তিনি মাগুরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁর মা একজন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা।

পরিবারের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন যাবৎ মোটরসাইকেল কেনার জন্য বাবা-মায়ের নিকট আবদার করছিল সাফিদ আহমেদ সাম্য। এ বিষয়টি নিয়ে শনিবার রাতে বাবা-মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হয় তাঁর। রাতেই এক বন্ধুকে মুঠোফোনে আত্মহত্যার বিষয়ে ইঙ্গিত দেন সাম্য। পরে সাম্যর এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে যোগাযোগ করে তাঁর পরিবারকে আত্মহত্যার বিষয়ে জানানো হয়। পরে ভোরে পরিবারের সদস্যরা ঘরের দরজা ভেঙে ঝুলন্ত অবস্থায় কলেজ ছাত্র সাম্যর মরদেহ উদ্ধার করে।

সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কর্মকর্তা চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) বাবলু সরকার বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে সে আত্মহত্যা করেছে। মোটরসাইকেল কিনে না দেওয়ায় বাবা- মায়ের উপর অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়েছেন। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) খালেদুর রহমান বলেন, মোটরসাইকেল কেনা নিয়ে বাবা-মায়ের উপর অভিমানে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দর্শনা সীমান্তে ৬ বাংলাদেশিকে পুশব্যাক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার ঠাকুরপুর সীমান্ত দিয়ে রাতের আধারে ৬ বাংলাদেশিকে পুশব্যাক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

১৩ জুন শুক্রবার দিবাগত ভোর ৪ দিকে ঠাকুরপুর সীমান্তের ৮৭ নং পিলালের কাছ দিয়ে তাদেরকে পুশব্যাক করে ভারতীয় বিএসএফ।

শুক্রবার ভোরেই চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির ঠাকুরপুর ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার আনোয়ার হোসেন ৬ জনকে আটক করে দর্শনা থানায় সোপর্দ করে।এরা হলেন, কুড়িগ্রাম জেলার মৃত্য কিতাব আলীর ছেলে

শাহাজান (৪০) মৃত্য নজির হোসেনের মেয়ে ও শাহাজানের স্ত্রী (কহিনুর (৩৫)সাবিহা খাতুন (১৮)শারমিন (১৫) সাথী খাতুন (৮) নাজমুল (১)।এ বিষয়ে শাহাজান বলেন, গত ১৯/২০ বছর আগে আমরা কুড়িগ্রাম সীমান্ত দিয়ে ভারতে চলে যায়।কিন্তু হঠাৎ করে ভারতীয় লোকজন আমাদেরকে জোর পূর্বক তাড়িয়ে দিচ্ছে। কোন বাংলাদেশী লোক ভারতে থাকবে না।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বলেন,বিজিবি আমাদের কাছে একই পরিবারের ৬ জনকে হস্তান্তর করেছে।আমরা তাদের কাছে শুনে তাদের আত্নীয় স্বজনকে খবর দিয়ে কুড়িগ্রাম থানাকে একটি বার্তা প্রেরন করেছি।এ ঘটনায় দামুড়হুদা উপজেলার ভৃমি এসিল্যান্ড এ এইচ এম তাসফিকুর রহমান জানান,দর্শনা থানার ওসি আমাকে জানালে আমি তাদের ৬ জনকে পূর্ব রামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাখছি এবং তাদের দুপুরের খাবারের ব্যাবস্থা করে দিয়েছি।

তবে তাদের আত্নীয় স্বজনকে খবর দেওয়া হয়েছে তারা আসলে তাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্যের ইন্তেকাল

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ইন্তেকাল করেছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সভাপতি সাইফুল ও সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ নিবার্চিত

চুয়াডাঙ্গা আন্তঃ জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী দর্শনা শাখার শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়েছে। এ নির্বাচনে সাইফুল ইসলাম সভাপতি ও আবু সাঈদ সাধারণ সম্পাদক নিবার্চিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার চুয়াডাঙ্গা আন্তঃ জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী দর্শনা শাখার শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন শান্তিপূর্ণ উৎসবমুখোর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিবার্চনকে ঘিরে দর্শনা শহর ছিলো নিবার্চনী উৎসবমুখোর। ১৩টি পদের অনুকুলে ২৭৫ জন ভোটারের মধ্যে ২৬১টি জন ভোটার বিভিন্ন পদে তাদের ভোট প্রদান করেন। বাকি ১৭ জন ভোটার বাইরে থাকার কারণে ভোট দেওয়া থেকে বিরত ছিলেন। ২২ জন প্রার্থীকে ২৬১ জন ভোটার তাদের ভোট দিয়ে সভাপতি পদে সাইফুল ইসলাম (বাই-সাইকেল) মার্কায় ১৩৭ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। তার নিকটতম প্রার্থী ইসরাইল হোসেন (হাঁতুড়ি) মার্কায় ৮৬ ভোট পেয়েছেন। সহ-সভাপতি পদে ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে মধ্যে হুমায়ন কবীর (মাছ) মাকার্য় ১৪৭ ভোট পেয়ে এবং মোশারেফ জোয়াদ্দার্র (হাতি) মার্কায় ১৩১ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। তাদের নিকটতম প্রার্থী কাজল আহম্মেদ আব্বাস ৮৫ ভোট পেয়েছে।

সাধারণ সম্পাদক পদে ভোট যুদ্ধে অংশ নিয়ে আবু সাঈদ (ট্রাক) মার্কায় ১১৫ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। তার নিকটতম প্রার্থী মুজিবুল আলম (কুঁড়েঘর) মার্কায় ৬৬ ভোট পেয়েছে ।

যুগ্ম সম্পাদক পদে ২ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এর মধ্যে ইকবাল হোসেন শিপন দোয়াত কলম) মার্কায় ১৭৯ সবর্বচ ১৭৯ ভোট পেযৈ নিবার্চিত হয়েছে। তার নিকটতম প্রাথী আবু সাঈদ (রিক্র) মার্কায় ৪৪ ভোট পেয়েছে। সহ-সম্পাদক পদে ২জন প্রার্থীর মধ্যে মোঃ আসলাম (ফুটবল) মার্কায় ১৫৮ ভোট পেয়ে নিবাচিত হয়েছে। তার নিকটতম প্রার্থী আনারুল ইসলাম (মই) মাকার্য় ৫৯ ভোট পেয়েছে।
সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ২ জন প্রার্থীর মধ্যে আব্দুল জলিল (গোলাপফুল) মার্কায় ১৬৬ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। অপর প্রার্থী ফিরোজ আলী (মোটর সাইকেল) মাকার্য় ৬৩ ভোট পেয়েছে। প্রচার সম্পাদক পদে ১ জন সানোয়ার হোসেন (মাইক) মার্কায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ পদে ২জন

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন্, এর মধ্যে শ্রী পার্থ প্রতিম শিকদার (মোবাইল) মার্কায় ১৭২ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। তার নিকটতম প্রার্থী ফেরদৌস হোসেন (কলস) মার্কায় ৫৪ ভোট পেয়েছে।

এছাড়া কার্যকরী সদস্য পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বি না থাকায় ৪ জন কার্যকরী সদস্য পদে শাহিন আলম (রকি) (মোরগ), সাহেব আলী (হুইলরেঞ্জ), জীবন হোসেন (টুপি) ও নাজমুল হোসেন (টিউবয়েল) মার্কা নিয়ে ভোটে অংশ নিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছে বলে জানান, নিবার্চন পরিচালনা কমিটির প্রধান আনোয়ার হোসেন।

এছাড়া নিবার্চন পরিচালনা কমিটির প্রধান আনোয়ার হোসেন বলেন, আমি আমার নিবার্চন পরিচালনা কমিটির দুইজন সদস্য হাজী লিটন ও আব্দুল লতিফকে সাথে নিয়ে উৎসব মুখোর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিবার্চন সম্পূর্ণ হয়েছে।

এছাড়া সুষ্ঠ পরিবেশে ভোটাররা তাদের ভোট প্রদান করেছেন। আমি অত্যান্ত খুশি ও আনন্দিত। ট্রাক ও ট্যাংকলরী দর্শনা শাখার শ্রমিক ইউনিয়নের সকল শ্রমিক আমার নিবার্চন পরিচালনায় সহযোগিতা করায় তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানায়।